



12329 - রমজান মাসে দিনেরে বলো শারীরিক মলিন সংক্রান্ত ৬টি মাস্যালা

প্রশ্ন

এটি কারণে অজানা নয় যে, যে ব্যক্তি রমজান মাসে দিনেরে বলোয় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, তার কাফফারা হল- একজন দাস মুক্ত করা অথবা (তা না পারলে) একটানা দুই মাস রোযা রাখা অথবা (তা না পারলে) ৬০ জন মসিকীনকে খাওয়ানো। প্রশ্ন হল-

১- যে ব্যক্তি রমজান মাসেরে ভিন্ন ভিন্ন দবিসে নিজেরে স্ত্রীর সাথে একাধিকবার সহবাস করেছে, তাকে কিসহবাসকৃত প্রতটি দবিসেরে পরবির্ততে দুই মাস করে রোযা পালন করতে হবে? নাকি যতদিন সহবাস করুক না কনে শুধু দুই মাস রোযা রাখা যথেষ্ট?

২- উপরে উল্লেখিত কাফফারার হুকুম না জনে কটে যদি (রমজানেরে দিনেরে বলোয়) স্ত্রী-সহবাস করে (তার বশ্বাস ছিল সে যদেনি সহবাস করবে শুধু সেই দিনেরে বদলে একদিনেরে রোযা কাযা করতে হবে) তবে সে ব্যক্তিরে ব্যাপারে হুকুম কি?

৩- স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কি একই হুকুম বর্তাবে?

৪- খাবার খাওয়ানোর বদলে কি অর্থ প্রদান করা জায়যে?

৫- স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরে পক্ষ থেকে শুধু একজন মসিকীনকে খাওয়ালে চলবে কি?

৬- যদি খাওয়ানোর মত কাউকে না পাওয়া যায় সক্ষেত্রে কোন দাতব্য সংস্থাকে খাদ্যেরে মূল্য প্রদান করা যাবে কিনা।

যমেন- রযাদেরে আল-বরির দাতব্য সংস্থা বা এ ধরনের অন্য কোন দাতব্য সংস্থা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির উপর রোযা পালন করাফরয:

এক:

তনি যদি তার স্ত্রীর সাথে রমজানেরে কোন একদবিসে একবার বা একাধিকবার সহবাস করনে তবে তার উপর একবার কাফফারা আদায় করা আবশ্যিক হবে; যদি তিনি প্রথমবার সহবাস করার পর কাফফারা আদায় না করে থাকেন। আর যদি তিনি কয়েকদিন দ্বিভাগে সহবাস করথোকনে তবে তাকে সম সংখ্যক দিনেরে কাফফারা আদায় করতে হবে।



দুই:

তার উপর শারীরিক মলিনরে কাফ্ফারা আদায় করাফরয যদিও তিনি এই ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে থাকেন।

তনি:

সহবাস করার ক্ষতেরে স্ত্রী যদি স্বামীকে সম্মতি দিয়ে তাহলে স্ত্রীর উপরও কাফ্ফারা ফরয হবে। আর যদি স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীরসাথে সহবাস করে তাহলে স্ত্রীর উপর কোন কিছু ফরয হবে না।

চার:

খাদ্য খাওয়ানোর বদলে সমমূল্য অর্থ প্রদান করা জায়যে নয়। খাওয়ানোর পরবর্ত্তে অর্থ প্রদান করলে এতে অর্থপতি দায়িত্ব পালন হবে না।

পাঁচ:

একজন মসিকীনকে তার পক্ষ থেকে অর্থ স্বা'ও তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থ স্বা' খাওয়ানো জায়যে। এতে তাদের দুইজনের পক্ষ থেকে ৬০ জন মসিকীনের একজনকে খাওয়ানো হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ছয়:

কাফ্ফারার সবগুলো খাদ্য শুধু একজন মসিকীনকে প্রদান করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে আল-বরির চ্যারটি বা অন্য কোন দাতব্য সংস্থাকে প্রদান করাও জায়যে নয়। কারণ তারা হয়ত ৬০ জন মসিকীনের মাঝে খাদ্য বন্টন করবে না। মু'মনিরে উচিত শরয়িত কর্তৃক তার উপর আরোপিত কাফ্ফারাসহ সকল ওয়াজবি পালনে সচেষ্ট হওয়া।

আল্লাহই তাওফিক্দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।